"মুক্তি"
24-7-37

সাধারণ গ্রন্থাগার
বালি

বাণী-চিত্রাকারে কালী ফিল্মসের নূতনতম

নিবেদন

মুক্তিস্নান

কালী ফিল্মস্ ঃ কলিকাতা

সত্ত্বাধিকারী

শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী

চিত্র-পরিবেশক ঃ

রীতেন এণ্ড কোং

শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

প্রযোজনায়—

মুক্তিস্নান

কথা ও কাহিনী :

শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা :

শ্রীসুশীল মজুমদার

প্রধান শব্দ-যন্ত্রী :

শ্রীমধু শীল

আলোক-চিত্র-শিল্পী :

শ্রীসুরেশ দাস

শব্দ-ধর :

শ্রীজগদীশ বসু

সুর-শিল্পী :

শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

গীত-রচয়িতা :

শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য

শিল্প-নির্দ্দেশক :

শ্রীপরেশ বসু

রসায়নাগারাধ্যক্ষ :

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :
শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোক-সম্পাতকারী :
শ্রীসুরেন চট্টোপাধ্যায়

স্থির-চিত্রী :
শ্রীসুবোধ দত্ত

ব্যবস্থাপক :—শ্রীসতীশ সরকার ও শ্রীজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

সহকারী

পরিচালনায় :
শ্রীনৃপতি চট্টোপাধ্যায়

আলোক চিত্রে :
শ্রীবিভূতি লাহা

শব্দ-যন্ত্রে :
শ্রীসমর বসু

রসায়নাগারে :
শ্রীননী চট্টোপাধ্যায়
শ্রীগোপাল গাঙ্গুলী
শ্রীশৈলেন ঘোষাল
শ্রীসুশীল গাঙ্গুলী
শ্রীধীরেন দাস
শ্রীজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

[library stamp]

কালী ফিল্মসের

অনুপম অর্ঘ্য—

মুক্তিস্নান

— ভূমিকা-লিপি —

চঞ্চল	...	জীবন গাঙ্গুলী
রাত্রি	...	রাণীবালা
মন্মথ	...	কৃষ্ণধন মুখার্জ্জি
অরুন্ধতী	...	সাবিত্রী
পুণ্যানন্দ	...	নৃপতি চ্যাটার্জ্জি
রমা	...	ঊষা দেবী
মহেন্দ্র দারোগা	...	ললিত মিত্র
মন্‌সা বুড়ী	...	প্রকাশমণি
কালু	...	সত্য মুখার্জ্জি
মীনাক্ষী	...	চিত্রা দেবী
ব্যারিষ্টার	...	ডাঃ হরেন মুখার্জ্জি
দিলপিয়ারা	...	ফুল্লনলিনী
গদাধর	...	ধীরেন ঘোষ
দিগম্বরী	...	হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)
অরুন্ধতীর মা	...	সুরবালা
বিচারক	...	প্রফুল্ল মুখার্জ্জি
ধীরেন রায়	...	মৌলিনাথ শাস্ত্রী
সুশান্ত	...	মনোরঞ্জন লাহিড়ী
যোগিনী	...	সুধীর তরফদার
ডাক্তার	...	জয়নারায়ণ মুখার্জ্জি
কেদার ডাক্তার	...	সন্তোষ দাস

গল্পাংশ

দশচক্রে ভগবান ভূত হয়—এ প্রবাদ সকলেরই জানা আছে। কিন্তু দশচক্রে কেমন ক'রে ভূতও যে ভগবান হ'য়ে উঠ্‌তে পারে অর্থাৎ নরদেবতা আখ্যা পাবার উপযুক্ত হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, "মুক্তিস্নান" গল্পে তারই অভিনব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় দারোগার ছেলে। নিজে প'ড়ত মেডিক্যাল স্কুলে। এমন সময় দেশে লাগ্‌ল' নন-কো-অপারেশনের ধাক্কা। পড়াশুনা ছেড়ে চঞ্চল ঝাঁপিয়ে পড়ল দেশ সেবার কাজে। অসীম দুঃখ কষ্ট স'য়েও গরীব গ্রামবাসীদের সাহায্য করবার উৎসাহ তার ছিল অদম্য। এমন সময় সরকারী চাপে প'ড়ে তার বাপ তাকে তাড়না আরম্ভ ক'রলেন। সে বাপের আশ্রয় ছাড়লে, তবু দেশসেবা ছাড়তে পারলে না। অবশেষে, বিন্দে হাড়ির মদের বোতল ছিনিয়ে নিয়েছে এই মিথ্যা অজুহাতে তার নামে এক মোকদ্দমা দায়ের হ'ল এবং মারপিট দাঙ্গা-হাঙ্গামার দায়ে দু'বছর জেল হ'ল। জেল থেকে ভগ্ন-স্বাস্থ্য নিয়ে চঞ্চল এল কলকাতায়, যে সব নেতারা তাকে কলেজ ছাড়িয়েছিলেন কাজ-কর্ম্মের আশায় তাঁদের বাড়ী সে কিছুদিন হাঁটাহাঁটি ক'রলে। তাঁদের মিথ্যা স্তোকবাক্যে হায়রাণ হ'য়ে যখন তার মন ঘৃণায় দুঃখে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময়ে সে প'ড়ল মন্মথ নামে এক গুণ্ডার সর্দ্দারের হাতে। প্রলোভন দেখিয়ে এবং মিথ্যা পরিচয় দিয়ে দেশসেবার নামে ভুলিয়ে সে চঞ্চলকে নিজেদের দলে ভর্ত্তি ক'রে নিলে। চঞ্চল যখন তাদের

স্বরূপ জান্‌তে পারলে তখন গুণ্ডামীর মোহ তাকে এমন পেয়ে বসেছে যে, সে আর মন্মথর দল ছাড়্‌তে পারলে না।

তখন বর্ষাকাল—সেদিন ঘোর দুর্য্যোগ। রাত্রি দেড়টার সময় বিদেশ থেকে জনৈক ভদ্রলোক তাঁর কন্যা অরুন্ধতীকে নিয়ে ফির্‌ছিলেন—সঙ্গে ছিল গহনার বাক্স এবং অন্যান্য জিনিষ। ষ্টেশন থেকে মন্মথর গুণ্ডার দল তাঁদের অনুসরণ ক'রেছিল। মন্মথ ও চঞ্চল অন্ধকারে রাস্তায় অপেক্ষা ক'র্‌ছিল—ছ্যাক্‌রা গাড়ীখানি সেখানে পৌছিলে মন্মথ সদলবলে রাহাজানি ক'রে কৌশলে অরুন্ধতী ও তার গহনার বাক্স নিজেদের ট্যাক্সীতে তুলে তার পিতাকে পথে ফেলেই প্রস্থান ক'রল। ট্যাক্সী চালাচ্ছিল চঞ্চল—মন্মথ পা-দানের উপর দাঁড়িয়েছিল, আর একটি লোক ভিতরে মেয়েটিকে ধরেছিল। মোটর যখন মোড় ঘুর্‌ছিল সেই সময়ে সামান্য ছাড়া পেয়ে মেয়েটি মন্মথর বুকে সজোরে এক ধাক্কা মারল—টাল সামলাতে না পেরে মন্মথ ছিট্‌কে পড়ল এবং তাতেই গুরুতর আঘাত পেয়ে তার মৃত্যু হয়।

এদিকে অরুন্ধতী কোন প্রলোভনেই প্রলুব্ধ হ'ল না এবং চঞ্চলের আকৃতি দেখে বারবার তাকে "ভদ্রলোকের ছেলে" বলে সম্বোধন ক'রে তার করুণা উদ্রেকের চেষ্টা ক'রল। অরুন্ধতীর পিতা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যে, যদি কেহ তাঁর মেয়ে ফিরিয়ে আনতে পারে, তাকে তিনি পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেবেন। তা' পাঠ ক'রে চঞ্চল মন্মথর মৃত্যুশয্যায় অরুন্ধতীকে ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব ক'রল, মন্মথও তাহা সমর্থন ক'রল। অরুন্ধতীকে ফিরিয়ে দিলে তার বাবা চঞ্চলকে পুরস্কার দেওয়ার পরিবর্ত্তে পুলিসে দেবার চেষ্টা ক'রলেন—ফলে চঞ্চল ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে প্রহার ক'রে ফিরে এল।

অরুন্ধতীর বাক্স থেকে যা পাওয়া গেছ্‌ল তাতে প্রত্যেকের ভাগে হাজার টাকা ক'রে প'ড়েছিল। মন্মথ মৃত্যুশয্যায় সেই হাজার টাকা চঞ্চলকে দিয়ে বল্‌লে—"এই টাকাটা আমার মাকে পৌঁছে দিস্। তোকে টাকাটা দিয়ে আমি নিশ্চিন্তে মর্‌তে পারব, কারণ জানি তুই ভদ্রলোকের ছেলে টাকাটা মার্‌বিনা।" চঞ্চল টাকা নিয়ে ঢাকামেলে মন্মথর বাড়ী চাঁদপুরের দিকে রওনা হ'ল। দিনের বেলা রাস্তায় বেরুলে বিপদজনক হবে ব'লে রাত্রের ট্রেণ বেছে নিল।

ট্রেণে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে চঞ্চলের আলাপ হ'ল। চাঁদপুরে তখন মহামারী। তিনি যাচ্ছিলেন তাদের মিশনের পক্ষ থেকে হাজার কয়েক টাকা সঙ্গে নিয়ে রিলিফ্ ওয়ার্কে। টাকার সন্ধান পেয়ে চঞ্চলের গুণ্ডা মন লুব্ধ হয়ে উঠ্‌ল। দুর্য্যোগের রাত্রে দু'জনে একসঙ্গে চাঁদপুর পৌঁছিল। চঞ্চল আশা ক'র্‌ছিল সন্ন্যাসীর টাকাটা সে মেরে নেবে ও বিজন পথে অন্ধকারে সে কাজ হাসিল ক'রবে। কিন্তু দুর্য্যোগ দেখে সন্ন্যাসী হোটেলেই রাত কাটাবে বল্‌লে। চঞ্চল বিরক্ত হ'য়ে চ'লে গেল—যাবার সময় তাকে ব'লে গেল—"একলা রইলেন—সাবধান! চোর ডাকাতের অভাব এখানে নেই, টাকাগুলো কেড়ে না নেয়।" এই

কথায় ভয় পেয়ে চঞ্চল হোটেল ত্যাগ করার কিছু পরেই সন্ন্যাসীও গ্রামের দিকে বেরিয়ে প'ড়ল।

এদিকে মন্মথর বংশের সকলেই দাগী বদ্‌মায়েস। তার মা মন্‌সাবুড়ী জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ। বাড়ীতে মন্‌সা-বুড়ীর আর এক ছেলে ছিল দুখে। চঞ্চলের টাকা সঙ্গে ক'রে আগমন-বার্ত্তার চিঠি প'ড়েছিল তার হাতে। সে চঞ্চলের কাছে টাকাটি মেরে নেবে ব'লে ওৎ পেতে ব'সেছিল। চঞ্চল তার ঘরে ঢুক্‌তেই দু' একটা বাজে মিথ্যা কথা ব'লে সে টাকাটা চঞ্চলের কাছ থেকে প্রায় বাগিয়ে নিয়েছিল। এমন সময়ে চঞ্চল বুঝ্‌তে পেরে টাকাটা ফিরিয়ে নিয়ে চ'লে যাবার উপক্রম ক'রল। শিকার পালায় দেখে দুখে প'ড়ল তার ওপর ঝাঁপিয়ে। দু'জনের যখন অন্ধকার ঘরে খুব ধ্বস্তাধ্বস্তি চল্‌ছে, তখন মন্‌সাবুড়ী পাশের ঘর থেকে দেখে সেখানে হাজির হ'ল। দুখে চঞ্চলকে নীচে ফেলে তার বুকের উপর ব'সে বললে—"মা চোর ধরেছি তুই ঘরের কোণের কুড়ুলটা নিয়ে মার এর মাথায় এক বাড়ি।" সেই অস্পষ্ট আলোকে মন্‌সাবুড়ী যথাসাধ্য দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দুখের কথাই পালন ক'রতে উদ্যত হ'ল। নিরুপায় দেখে চঞ্চল একবার উঠতে শেষ চেষ্টা ক'রল। ফলে, দুখে পড়ল নীচে আর চঞ্চল বস্‌ল তার বুকে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মন্‌সাবুড়ীর কুড়ুল

পড়ল নীচের লোকটার অর্থাৎ দুখের মাথায়। দুখে চেঁচিয়ে উঠল,—"মা শেষে আমাকেই মারলি—এবং সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল।"

চঞ্চল বল্‌লে—"বুড়ী, তুই করলি কি, মা হ'য়ে নিজের ছেলেকে মারলি?" মন্‌সাবুড়ী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে—"চুরি ক'রতে এসে আমার ছেলেকে খুন ক'রে এখন আমার উপর দোষ।" সঙ্গে সঙ্গে

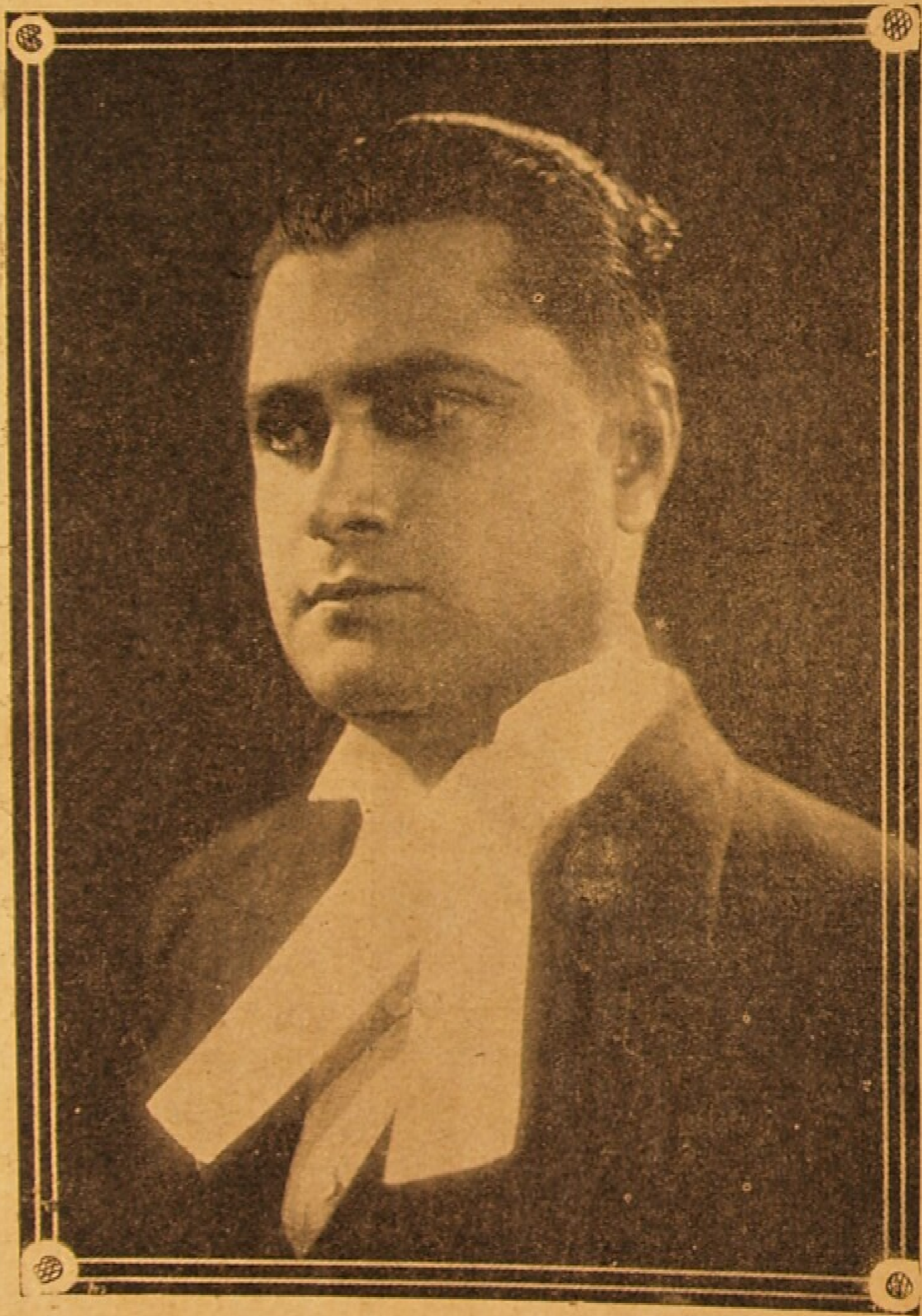

সে পাড়ারলোক জড় করবার জন্যে চীৎকার জুড়ে দিলে। চঞ্চল নিরুপায় বুঝে সেখান থেকে পালালো। ঝড় জলে অন্ধকারে দিশাহারা চঞ্চল একটা আর্ত্তনাদ শুনে এগিয়ে দেখল একটা লোক গাছের ডাল চাপা পড়েছে। বহুকষ্টে গাছের নীচে থেকে লোকটিকে বের ক'রে আনল। চম্‌কে উঠে চঞ্চল দেখ্‌ল—পুণ্যানন্দ স্বামী—নিষ্পন্দ হ'য়ে পড়ে আছে। চঞ্চল ভাবলে নিষ্কৃতির এই পরম সুবিধা। মৃত পুণ্যানন্দ স্বামীর সঙ্গে বেশ পরিবর্ত্তন ক'রলে খুনের দায় থেকেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়—তার ওপর ওর কয়েক হাজার টাকাও মেলে। যথা চিন্তা তথা কাজ।

এদিকে, ঠিক তারপরই মন্‌সাবুড়ীর পরিচালনায় গ্রামের লোকেরা খুনে ধরবার জন্য সেইখানে এসে উপস্থিত হল এবং সেই মৃত লোকটাকে মন্‌সাবুড়ী দুখের খুনে বলে সনাক্ত ক'রলে। এমন সময় লণ্ঠনের আলোতে দেখা গেল তার চোখের পল্লব পড়ছে—সে মরেনি। চঞ্চল নিজে পুণ্যানন্দ স্বামী সেজে লোক-জনের সাহায্যে তাকে নিজেদের সেবাশ্রমে নিয়ে এল।

পুণ্যানন্দ বেঁচে উঠল বটে, কিন্তু তার স্মৃতিভ্রংশ হ'য়ে গেল। সেই সুবিধা নিয়ে চঞ্চল তাকে হিপনোটাইজ্ করার মত পাখী পড়িয়ে তার মাথায় ঢুকিয়ে দিলে যে তার নাম চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় আর সে দুখেকে খুন ক'রেছে।

এরপর থেকে বহুল অদ্ভুত অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী। প্রথমে সে খুব ভড়ং ক'রে নিজের জীবনে সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তুল্‌তে লাগল। যেখানে দুঃখ, ব্যথা, রোগ, শোক,—সেখানেই চঞ্চল। দেখতে দেখতে তার নাম সারা মহকুমায় ছড়িয়ে গেল। ভান ক'রতে ক'রতে ক্রমে তার মধ্যকার সুপ্ত মানুষ জেগে উঠল। আসল পুণ্যানন্দ তখন আরোগ্যের পথে। সেই সময় থেকে চঞ্চলের আহার নিদ্রা ত্যাগ হ'য়ে গেল—এইকথা ভেবে যে, তার জন্যে একজন নিরীহ নিরপরাধ লোক ফাঁসিতে ঝুলবে।

সারা মহকুমার লোক তখন তাকে ভালবাসে; বিশেষ করে রাত্রি নাম্নী সেবাশ্রমের এক লেডী-ডাক্তার ও সুশান্ত নামে একজন ভলান্টিয়ার তাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা ক'রত। এদের সকল বিশ্বাস ধূলিসাৎ ক'রে সব স্বীকার ক'রতে চঞ্চল অনেক সঙ্কল্প ক'রেও পেরে উঠল না। একটা উপায় কিছুতেই ছিল মন্‌সাবুড়ীকে দিয়ে দোষ স্বীকার করানো। কিন্তু মন্‌সাবুড়ী কিছুতেই রাজী হ'লনা।

ক্রমে নীচের কোর্টে এবং অবশেষে দায়রায় পুণ্যানন্দর বিচার হ'ল।

তারপর...... ?

সঙ্গীতাংশ

(১)

তুমি যে আসবে প্রিয়
জেনেছি দখিন বায়ে।
প্রেমেরি হাস্নুহানা
জেগেছে মনের ছায়ে॥
এলো যে চাঁদিনী রাতি।
এসো মোর পরাণ সাথী॥
যা আছে দেবার মত।
সঁপিব তোমার পায়ে॥

—ফুল্লনলিনী

(২)

দুই চোখেতে আছে তোমার
সাত শিকারীর বান।
এক চাহনি হেনে সখি
বধলে আমার প্রাণ॥

—সত্য মুখার্জি

(৩)

চলার পথে চলি আমি, ফিরার পথে নয়
কে আমারে পিছন থেকে, ফিরতে শুধু কয়
ঘর ছাড়ানি বাঁশীর মায়ায়
বাহির হয়ে এলাম যে হায়
কোথায় আবার পড়বো বাঁধা, বাঁধন কোথা রয়॥

—ভবানী দাস

(৪)

এলো ঝড়
এলো রুদ্র সে ঝড়।
চরণে ছড়ায়ে মৃত্যু ভয়ঙ্কর
এলো ঝড়॥

—রাণীবালা

(৫)

প্রভু দাও সে জীবন মোরে
ফুলের মত ফুটবে সে যে তোমার পূজা তরে।
আজ প্রভাতের আলো যেমন
রাঙ্গিয়ে দিল নিখিল ভুবন
তেমনি তোমার জ্যোতির ধারা পড়ুক হিয়ার পরে।
অন্ধ আঁখি খোল আমার
দুঃখ সে হউক সুখেরই সার
মলিনতা যাবে ধুয়ে অশ্রুবারি ঝরে

—গিরীণ চক্রবর্ত্তী

(৬)

সে কোন বিহানে বন্ধু গেলারে চলিয়া।
দেহ আমার রইল পইড়া
তোমার সঙ্গে গেল হিয়া
সে দিন হইতে পোষা পাখী
করে না আর ডাকাডাকি॥
নদীও শুকায় রে বন্ধু
শুকায় না মোর নয়ন দরিয়া।

—পরেশ দেব

(৭)

সাঁঝের আঁধার নামে দূরে নদীর চরে।
যার লাগি হায় ফির্‌ব ঘরে
সে নাই আমার ঘরে॥
বঁধুর নামে পিদিম জ্বালি তুলসীতলায়
আচম্‌কা বাতাসে মোর
বাতি নিভে যায়।
নেভেনা বিরহ অনল নিভাই কেমন করে॥

—পরেশ দেব

(৮)

ওরে ভীরু তোর হল যে পরম জয়—
যারে ভয় তোর সে যে শুধু ছায়া ভয়—
অন্তরে তোর শক্তি জাগিছে
মিথ্যারে তুই ভয় পাস মিছে
পাপের আঁধার দূর করে প্রাণে দেবতা
জ্যোতির্ম্ময়।

—জীবন গাঙ্গুলী

(৯)

প্রভাতের ফুল মাঝে তোমারে হেরি যে প্রিয়
রাতের জ্যোছনা হয়ে
শীতল পরশ দিও
এস প্রথম প্রণয় হয়ে
এস মিলন সুরভি লয়ে
হৃদয়ের বিনিময়ে আমার হৃদয় নিও।

—রাণীবালা

(১০)

অন্তরে মোর বজ্র দাহন জ্বালো
যতই আঘাত করবে নিঠুর
জীবন বীণায় বাজবে যে সুর
হৃদয়ে জ্বেলে ঘুচাও আঁধার কালো।

—জীবন গাঙ্গুলী

(১১)

এলো কি মাধবী রাতি
অন্তরতর এস অন্তরে এস জীবনের সাথী
বেদনার ধূপ জ্বলে হয় সারা
জীবন প্রদীপ আঁধারেতে হারা
অমর শিখায় জ্বালো প্রিয় জ্বালো
মিলন বাসক বাতি
তুমি যে সুদূর জানি আমি জানি
তবু যে খুঁজিয়া কাঁদে মোর বাণী
ঝরে যায় ফুল সে ফুল তুলিয়া তোমার
মালিকা গাঁথি।

—রাণী, জীবন ও ভবানী

(১২)

অসতো মা সংগময়ঃ
তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ
মৃত্যুর্মামৃতংগমঃ
আবিরাবির্ম্ময়োধিঃ
রুদ্র যৎ তে দাক্ষিণং মুখম্
তেন মাম্ পাহি নিত্যম্ =

এই পুস্তিকার সমস্ত গীতগুলি কালী ফিল্মস্ কর্তৃক স্বর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

সাধারণ গ্রন্থাগার
বালি
সাধারণ

শিশু সাহিত্যের ক'-খানা শ্রেষ্ঠ বই

★ **শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে**

নীতিগল্পগুচ্ছ (৪র্থ সং) ... ... ।৵০

গল্পবীথি (২য় সং) ... ... ।৵০

জাতকের গল্পমঞ্জুষা (নতুন বানানের বই) ... ।৵০

★ **শ্রীসুনির্ম্মল দে**

লালন ফকিরের ভিটে ... ... ।৵০

★ **শ্রীসুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত**

মায়াপুরীর ভূত ... ... ।৵০

★ **শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**

সোনার পাহাড় (এ্যাডভেঞ্চার) ... ... ॥৵০

★ **শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়**

আজবদেশে অমলা (Allice in Wonderland) ॥০

★ **শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী**

বেজায় হাসি ... ... ।৵০

ইষ্টার্ণ-ল-হাউস্,

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বি, নান (এড্‌ভারটাইজিং কন্‌সালট্যাণ্ট)

১৬/১এ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—বি, বি, ৩২৩৪

এজেণ্ট—

স্লাইড্ এড্‌ভারটাইজিং

স্থানীয় এবং মফস্বল

সিনেমা

বিশেষজ্ঞ—

সিনেমা এড্‌ভারটাইজিং স্লাইড

ও

উচ্চশ্রেণীর ডিজাইন প্রস্তুত প্রণালীতে

এবং

যাবতীয় বিজ্ঞাপনের কার্য্যে আমাদের দক্ষতা পরীক্ষিত

নূতন বছরের ক্যালেণ্ডার ছাপাইবার জন্য

নানা রকমের মুগ্ধকর ছবি ও ডেটশ্লিপ্ আমরা সঞ্চিত রাখিয়াছি

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বি নান, (এডভার্টাইজিং কনসালট্যাণ্ট) ১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত এবং ১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে গোষ্ঠবিহারী দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।